শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকাঅবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায় –মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম

১.১৪ - শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা

- **১-১০ - শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশঙ্কা**
  - ১-২ - এমনকি সাত মাস পরও অর্জুনের অপ্রত্যাবর্তন
  - ৩-৪ - অশুভ চিহ্নাদি দর্শন
  - ৫-১০ - ভীমসেনের নিকট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশঙ্কা প্রকাশ
- **১১-২০ - মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আরও কিছু অশুভ লক্ষণাদি দর্শন**
  - দেহ, পশু, পাখি, পঞ্চভূত, গৃহপালিত পশু, বিগ্রহ এবং অন্যান্য স্থান
- **২১-২৪ - অর্জুনের আবির্ভাব**
  - বিমর্ষ হয়ে অর্জুনের আগমন, কোন বৃহৎ ক্ষতি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের আশঙ্কা
- **২৫-৩৩ - যদুদের কুশল সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা**
  - সুরসেন, বসুদেব এবং তাঁর পত্নীগণ, উগ্রসেন, কৃষ্ণের পুত্রগণ, উদ্ধব ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
- **৩৪-৩৮ - যুধিষ্টির কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও প্রভাব বর্ণন**
  - ৩৪ - কৃষ্ণ কি সুধর্মা সভায় আনন্দ উপভোগ করছেন
  - ৩৫-৩৮ - বলরাম, কৃষ্ণের পত্নীগণ এবং যদুবীরদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
- **৩৯-৪৩ - অর্জুনের কুশোল সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্টিরের জিজ্ঞাসা**
  - ৩৯-৪১ - স্বাস্থ্য, অসম্মান, কটুবাক্য, দান বা সুরক্ষা প্রদানে অক্ষমতা
  - ৪২ - অগম্য স্ত্রীতে গমন কিংবা গম্য স্ত্রীকে অবহেলা
  - ৪২-৪৩ - পরাজয়, একাকী ভোজন, ক্ষমার অযোগ্য ভুল
- **৪৪ - পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের কুশোল সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্টিরের জিজ্ঞাসা**

অধ্যায় কথাসার – এই চতুর্দশ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির যেসকল অরিষ্ট (দুর্নিমিত্ত সমূহ) দেখেছিলেন, খিন্নচিত্তে আগত অর্জুনের দর্শন মাত্রেই তার ফল অনুভব করতে লাগলেন।

🕮 ১.১৪.১ – অর্জুনের দ্বারকায় গমনের উদ্দেশ্য –

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন- শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বন্ধুদের দর্শন করার জন্য এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও পরবর্তী অভিপ্রায় জানবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন।

✽ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "যুধিষ্ঠিরের দুশ্চিন্তা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এবং যুধিষ্ঠির মহারাজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর ভগবানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছিল।

🕮 ১.১৪.২ – মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনিষ্ঠ সূচক অমঙ্গল চিহ্নাদি দরশন –

কয়েক মাস গত হলেও অর্জুন ফিরে এলেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ভয়ঙ্কর অনিষ্টসূচক অমঙ্গল চিহ্নাদি দর্শন করতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তাই, এই পৃথিবীতে ভগবানের অবস্থান কালে, আমাদের শান্তি এবং সমৃদ্ধির, বিশেষ করে ধর্ম এবং জ্ঞানের সমস্ত উপাদানগুলি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক যেমন দ্যুতিময় সূর্যের উপস্থিতির প্রভাবে চতুর্দিকে আলোর বন্যা বয়।
- তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের আশঙ্কা করেছিলেন, তা না হলে ভয়ঙ্কর অশুভ ইঙ্গিতের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

🕮 ১.১৪.৩ – যুধিষ্ঠির মহারাজের দৃষ্ট অমঙ্গল চিহ্নাদি –

তিনি দেখলেন যে, কালের গতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, ঋতুগুলির ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছে। ক্রুদ্ধ, লোভ ও মিথ্যা সমস্ত মানুষদের প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে, এবং সেই জন্য তারা পাপের পথ অনুসরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেছে।

✽ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "তিনি বিপর্যয় লক্ষ্য করলেন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে, উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণগুলির অনুপস্থিতি বেশ বোঝা যেত। তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর রাজ্যে ভগবৎ-চেতনাময় পরিবেশের স্বল্প পরিবর্তন অনুভব করে বিস্মিত হলেন এবং তৎক্ষনাৎ সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হয়েছেন।
- পাপ পথের অনুসরণে জীবিকা-নির্বাহ বলতে বোঝায় বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে বিচ্যুতি।

🕮 ১.১৪.৪ – পারিবারিক কলহস্বরূপ অমঙ্গল চিহ্নাদি –

বন্ধুদের মধ্যেও সমস্ত স্বাভাবিক আদান-প্রদান এবং আচরণাদি কপটতাপূর্ণ এবং শঠতায় কলুষিত হয়ে উঠল। আর পারিবারিক ব্যাপারাদির মধ্যেও পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সুহৃদবর্গ, এমন কি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যেও নিয়ত মতান্তর ঘটতে লাগল। পতি-পত্নীর মধ্যেও সর্বদা উৎকণ্ঠা আর কলহ বিবাদ ঘটছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- দুষ্কর্মের চারটি নীতি, যেমন
  - ★ ভুলভ্রান্তি (ভ্রম),
  - ★ প্রমত্ততা (প্রমাদ),
  - ★ অপটুতা (করণাপাটব) এবং
  - ★ প্রতারণা (বিপ্রলিপ্সা) –

  এগুলির দ্বারা বদ্ধ জীবমাত্রই আজন্ম দোষান্বিত। এগুলি অপূর্ণতার লক্ষণ এবং এই চারটি প্রবণতার মধ্যে বিপ্রলিপ্সা বা অন্যকে প্রতারণা করার প্রবণতা সব চেয়ে প্রবল।
- সমাধান – কিন্তু একটি উপায়ে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায়, এবং তা হচ্ছে ভক্তিযোগে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। ভগবদ্ভক্তির দ্বারা পালটা প্রতিরোধের মাধ্যমেই কেবল কপটতা, ছলনা এবং প্রবঞ্চনার জগতকে প্রতিহত করা যায়, অন্য আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

🕮 ১.১৪.৫ — মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুজ ভীমের প্রতি বচন –

কালক্রমে, এমন হয়ে উঠল যে, লোকেরা মোটামুটি লোভ, ক্রুধ আর দম্ভে রপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই সব অশুভ লক্ষণাদি দেখে যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর ছোট ভাইকে বললেন।

🕮 ১.১৪.৬ – মহারাজ যুধিষ্ঠির কেন অর্জুনকে দ্বারকায় পাঠিয়েছিলেন ?

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ছোট ভাই ভীমসেনকে বললেন, আমি অর্জুনকে তার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মসূচী জানবার জন্য দ্বারকায় পাঠিয়েছিলাম।

🕮 ১.১৪.৭ –সাত মাস গত হলেও অর্জুনের অপ্রত্যাবর্তন –

সাত মাস হয়ে গেল সে গেছে, তবু এখনও সে ফিরে এল না। সেখানে কি হচ্ছে, তা আমি কিছুই জানতে পারছি না।

🕮 ১.১৪.৮ – নারদের কথা স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের আশঙ্কা –

দেবর্ষি নারদ যে বলেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জড়জাগতিক লীলা সংবরণ করবেন, সেই সময় কি এখনই উপস্থিত হয়েছে ? ভগবান কি পৃথিবী থেকে অপ্রকট হতে চলেছেন ?

✽ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবানের অন্তর্ধানের লক্ষণাদি"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ভগবানের চিন্ময় দেহ"

- ভগবান হলেন কৈবল্য, এবং তাঁর কাছে জড় এবং চিন্ময়ের কোন পার্থক্য নেই, কারণ প্রতিটি জিনিসই তাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে।
- যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন তাঁর তিরোভাবের সম্ভাবনা বিবেচনা করে অনুতাপ করছিলেন, সেটি ছিল অতি প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদেও অনুশোচনার একটা প্রচলিত রীতি মাত্র, কিন্তু বাস্তবিকই ভগবান কখনও তাঁর চিন্ময় দেহ ত্যাগ করেন না।
- ভগবানের তথাকথিত দেহত্যাগের অর্থ হচ্ছে যে, তিনি কোন বিশেষ অপ্রাকৃত ধামে তাঁর লীলা সংবরণ করলেন, ঠিক যেভাবে তিনি এই জড় জগতে তাঁর বিরাট রূপটি পরিত্যাগ করেছিলেন।

১.১৪.৯ – নিজেদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা স্বীকার –

তাঁর কাছ থেকেই আমাদের যাবতীয় রাজকীয় ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি সম্পদ, রাজ্যপাট, গুণবতী স্ত্রী, জীবকুল, বংশানুক্রম, প্রজাপালন, শত্রুজয়, এবং উচ্চতর গ্রহলোকাদির মধ্যে ভবিষ্যৎ সংস্থান লাভের সম্ভাবনা সব কিছুই অর্জন করেছি। এই সবই আমাদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই হয়েছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ভগবানের অনুমোদন"

- বৈদিক শাস্ত্রদিতে, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবতের, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই যে, চরমে সমস্ত প্রচেষ্টার সাফল্যের চাবিকাঠি থাকে পরমেশ্বর ভগবানেরই হাতে।
- ভগবানের অনুমোদন ব্যতিরেকে যদি সাফল্য লাভ করা যেত, তা হলে কোন ডাক্তারই রোগীর রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হতেন না। সব চেয়ে সুদক্ষ চিকিৎসকেরা কেন তা হলে সবচেয়ে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারাও রোগীদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারছেন না, আবার কোন ক্ষেত্রে, বিনা চিকিৎসায় ভয়ঙ্কর রোগাক্রান্ত মানুষ সুনিশ্চিত মৃত্যুও হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন?
- সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, শুভ বা অশুভ, উভয় পরিণতিই নির্ভর করে ভগবানের অনুমোদনের উপর। প্রতিটি সফল মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে, সে যা কিছু অর্জন করেছে, তার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করা।

১.১৪.১০ – ত্রিতাপ সম্ভূত উৎপাতের উপস্থিতিতে ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কা ইঙ্গিত –

দেখ দেখ, হে নরব্যাঘ্র, গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাবজনিত (আধিদৈবিক), জাগতিক প্রতিক্রিয়া সম্ভূত (আধিভৌতিক), এবং দৈহিক যন্ত্রণাদি থেকে উদ্ভূত (আধ্যাত্মিক) কত রকমের ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হয়েছে, যা আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অদূর ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "অশুভ লক্ষণাদি"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ত্রিতাপ দুঃখ"

- সভ্যতার জড়জাগতিক উন্নতি মানে হচ্ছে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবজনিত ত্রিতাপ দুঃখেরই প্রগতি।
- মানুষের জড় বিজ্ঞানের প্রগতি এই ত্রিতাপ দুঃখ দূরীভূত করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। এগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে মায়ার প্রভাবে জীবের দণ্ডভোগ।
- কেবল ভক্তিভাবের মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার দ্বারা সেই প্রভাব থেকে সহজেই মুক্ত হওয়া যায়।

১১-২০ – আরও কিছু অশুভ লক্ষণাদি

১১	দেহ	আমার বাম উরু, বাম নয়ন ও বাম বাহু সবই বারংবার স্পন্দিত হচ্ছে
		আশঙ্কায় আমার হৃদয়ও বারংবার কম্পিত হচ্ছে
১২	পশু	শৃগালী মুখ থেকে অনল উদ্গার করতে করতে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিকট আর্তনাদ করছে কুকুর নির্ভয় চিত্তে বিকট ভাবে শব্দ করছে
১৩		গাভীদের মতো উপকারী পশুরা বাম দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, গর্দভদের মতো, নিম্নযোনির অশুভ পশুরা আমাকে প্রদক্ষিণ করছে আমার অশ্বগণ যেন আমাকে দেখে রোদন করছে বলে মনে হচ্ছে।
১৪	পাখি	পায়রাটিকে যেন যমদূত বলে মনে হচ্ছে, পেঁচা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাকের কর্কশ স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে,
১৫	পঞ্চমহাভূত	ধূম্র আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পৃথিবী আর পাহাড়-পর্বত কাঁপছে, বিনা মেঘে বজ্রপাত হচ্ছে, নীল আকাশ থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসছে।
১৬		ধূলিরাশিতে দিগন্ত অন্ধকার করে প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, মেঘসমূহ অতি বীভৎসরূপে চতুর্দিকে রক্ত বর্ষণ করছে,
১৭		সূর্যকিরণ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে, আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরস্পর যুদ্ধ করছে, বিভ্রান্ত প্রাণীরা যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে ক্রন্দন করছে।
১৮		নদ, নদী, সরোবর, জলাশয়াদি এবং মন সবই বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। ঘৃতাহুতি প্রদানেও অগ্নি আর প্রজ্বলিত হচ্ছে না।
১৯	গৃহপালিত পশু	গোবৎসগণ আর গোমাতার স্তন পান করছে না; গাভীদের স্তন থেকেও আর দুগ্ধধারা বিগলিত হচ্ছে না। তারা অশ্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রোদন করছে, এবং গোচারণ ভূমিতে বৃষগণও আর আনন্দ প্রকাশ করছে না।

২০	বিগ্রহ	মন্দিরে দেবপ্রতিমাগুলি যেন ঘর্মাক্ত কলেবরে রোদন করছেন। তাঁরা যেন স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন।
	স্থান	এই সমস্ত শহর, জনপদ, গ্রামগঞ্জ, খনি-খামার, উদ্যান-আশ্রমাদি সবই যেন এখন শ্রী-ভ্রষ্ট এবং নিরানন্দ হয়েছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ১১)

- জড় অস্তিত্ব – এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলিকে দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেউই বনে আগুন লাগাতে যায় না, কিন্তু আপনা থেকেই বনে আগুন জ্বলে ওঠে এবং বনের সমস্ত প্রাণীদের অচিন্তনীয় দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করে। মানুষের কোন চেষ্টাই এই অগ্নি নির্বাপন করতে পারে না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সেই অগ্নি নির্বাপন করা যেতে পারে, তিনি মেঘ পাঠিয়ে দেন অরণ্যে জল ঢালবার জন্যে।
- ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সেই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হতে পারে, যিনি তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠান মানুষদের দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য এবং তার ফলে তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে।

১.১৪.২১ — সমস্ত অশুভ লক্ষনাদি দর্শনান্তে যুধিষ্ঠিরের মনের অবস্থা

এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে আমার মনে হচ্ছে যে, আজ পৃথিবীর সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের চরণচিহ্নে চিহ্নিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ধরিত্রী। এই সব লক্ষণাদি নির্দেশ করছে যে, তা আর থাকবে না।

১.১৪.২২ — অর্জুনের আগমন

হে ব্রাহ্মণ শৌনক, পৃথিবীতে সেই সময়ে এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন অর্জুন দ্বারকাপুরী থেকে ফিরে এলেন।

১.১৪.২৩ — অর্জুনের কাতরভাব

অর্জুন যখন তাঁর চরণতলে নিপতিত হলেন,তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর কাতরভাব যেন অভূতপূর্ব। তাঁর মুখ ছিল অবনত ও নয়নকমল থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নেমে আসছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শোকাতুর অর্জুন"

১.১৪.২৪ – অর্জুনের অবস্থা দর্শনে যুধিষ্ঠিরের নারদ মুনির ইঙ্গিত স্মরণ এবং অর্জুনকে জিজ্ঞাসা –

অর্জুনকে এইভাবে হৃদয়স্পর্শী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কান্তিহীন অবস্থায় দেখে, মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির ইঙ্গিত স্মরণ করে সুহৃদবর্গের সমক্ষে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

১.১৪.২৫ – সার্বজনীন কুশল জিজ্ঞাসা –

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন- ভাই, আমাকে বল, আমাদের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনেরা-মধু, ভোজ, দশার্হ, আর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিরা অর্থাৎ যদুবংশের সকলে কুশলে আছেন ত?

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগাকুল প্রশ্ন"

১.১৪.২৬ – ব্যক্তি বিশেষের কুশল জিজ্ঞাসা – শুরসেন, বসুদেব, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ –

আমার শ্রদ্ধেয় মাতামহ শূরসেন মঙ্গলে আছেন ত? আর, আমার মাতুল বসুদেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা কুশলে আছেন ত?

১.১৪.২৭ – বসুদেবের পত্নীদের কুশল জিজ্ঞাসা - দেবকী প্রমুখ –

দেবকী প্রমুখ বসুদেবের সাত পত্নী পরস্পরের প্রতি ভগ্নীভাবাপন্ন। তাঁরা সকলেই তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ সুখে আছেন ত?

১.১৪.২৮-২৯ – উগ্রসেন, দেবক, হৃদীক, কৃতবর্মা, অক্রূর, জয়ন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুজিৎ –

যাঁর পুত্র অত্যন্ত দুরাচারী, সেই উগ্রসেন রাজা এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর দেবক এখনও জীবিত আছেন ত? উগ্রসেন সুখে আছেন ত? হৃদীক এবং তাঁর পুত্র কৃতবর্মা, অক্রূর, জয়ন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুজিৎ এঁরা সকলে ভাল আছেন ত? ভক্তদের প্রভু বলরাম কুশলে আছেন ত?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিষ্ণুতত্ত্ব – তার মধ্যে বিষ্ণুতত্ত্বগণ তাঁরই বিস্তার, এবং তাঁরা সকলেই গুণগতভাবে এবং আয়তনগতাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমান। কিন্তু তাঁর জীবশক্তির বিস্তার, সাধারণ জীবেরা, কখনই তাঁর সমকক্ষ নয়। যারা মনে করে যে, জীবশক্তি এবং বিষ্ণুতত্ত্ব সমপর্যায়ভুক্ত, তাদের পাষণ্ডী বলে বিবেচনা করা হয়।
- নিত্যানন্দ-বলরাম – শ্রীরাম বা বলরাম হচ্ছেন ভক্তদের প্রভু। শ্রীবলরাম সমস্ত ভক্তদের পারমার্থিক দীক্ষাগুরু এবং তাঁরই অহৈতুকী কৃপার ফলে অধঃপতিত জীবেরা উদ্ধার লাভ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীবলরাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং নিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত অধঃপতিত জগাই এবং মাধাইকে উদ্ধার করে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।
- তাই বলরাম হচ্ছে ভগবানের করুণার অবতার, গুরুতত্ত্ব, শুদ্ধ ভক্তদের আশ্রয়।

১.১৪.৩০ – প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ –

বৃষ্ণি বংশের মহান্ সেনাপতি প্রদ্যুম্ন কেমন আছে? আর, যুদ্ধে অতিশয় পরাক্রমশালী, ভগবানের অংশ প্রকাশ, অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন ত?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ, এবং তাই তাঁরাও বিষ্ণুতত্ত্ব।

১.১৪.৩১ – সুষেণ, চারুদেষ্ণ, সাম্ব এবং অন্যান্য –

সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান প্রধান পুত্রগণ, ঋষভাদি তাঁদের পুত্রসহ ভাল আছেন ত?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীকৃষ্ণের ১৬১০৮ x ১০ = ১,৬১,০৮০ জন পুত্র ছিল।
- আমরা যখন ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা আংশিকভাবেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তখন তাঁর লীলার সত্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

১.১৪.৩২-৩৩ —

শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে সুরক্ষিত সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি আমাদের অন্যান্য পরম সুহৃদ সাত্বত শ্রেষ্ঠগণ কুশলে আছেন ত? তাঁরা আমাদের কুশল চিন্তা করেন ত?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের সুরক্ষা এবং মুক্ত জীবের মনোভাব – জীবতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের শক্তির অতি ক্ষুদ্র কণা, এবং তাই সর্ব অবস্থাতেই তাদের ভগবান কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন থাকে, আর ভগবানও তাঁর নিত্য সেবকদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে আনন্দিত হন। তাই মুক্ত আত্মারা কখনই ভগবানের মতো মুক্ত বা শক্তিমান বলে নিজেদের মনে করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা সর্বদাই এই জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে, সর্বতোভাবে ভগবানের আশ্রয় আকাঙ্খা করেন।
- ভগবানের উপর মুক্ত জীবের এই নির্ভরশীলতা তাঁদের স্বাভাবিক বৃত্তি, কারণ মুক্ত আত্মারা হচ্ছেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো, যার দীপ্তি অগ্নির সান্নিধ্যে থাকার ফলে প্রকাশ পায়, স্বতন্ত্রভাবে নয়।

১.১৪.৩৪ – শ্রীকৃষ্ণ

সেই ব্রাহ্মণদের হিতকারী ভক্তবৎসল গোবিন্দ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পুরীতে সুধর্মা নামক সভায় সুহৃদবর্গ পরিবেশিত হয়ে সুখে আছেন ত?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তাই, আমাদের নিজেদের স্বার্থে ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভগবান গাভী এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির সংরক্ষক। যে সমাজে গো-রক্ষা হয় না এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুশীলন হয় না, সেই সমাজ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সুরক্ষা ভোগ করতে পারে না।
- দৃষ্টান্ত – ঠিক যেমন কারাগারের কয়েদীরা প্রত্যক্ষভাবে রাজার সুরক্ষা লাভ করে না, পক্ষান্তরে, রাজার সুকঠোর প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হয়।
- ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর বিকাশ না হলে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যার মধ্যে বিকশিত হয়েছে, ভগবান তারই প্রতি আকৃষ্ট হন, জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের প্রতি ভগবান কখনই অনুরক্ত নন। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি, তারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না।
- দৃষ্টান্ত – ঠিক যেমন, যদি কাঠ না থাকে তা হলে মাটিতে আগুন জ্বালানো যায় না, যদিও কাঠের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক রয়েছে।

১.১৪.৩৫-৩৬ – যদুবংশীয়দের মহিমা –

আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারা জগতের মঙ্গল সাধন, প্রতিপালন এবং উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যদুকুলরূপ সমুদ্রের মধ্যে অনন্তদেব বলরামসহ অবস্থান করছেন। আর যদুবংশীয়রা, শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের দ্বারা সংরক্ষিত আর নিজ নগরী দ্বারকাপুরীতে বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরবর্গের মতো ত্রিলোক পূজিত হয়ে পরম আনন্দে বিহার করছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ক্ষীরসমুদ্রের সাথে যদুবংশের তুলনা – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু দুই রূপে প্রতিটি ব্রাহ্মাণ্ড বিরাজমান করেন, যথা- গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর ভাগের শিখরে ক্ষীরসমুদ্রে শ্রীবলদেবের অবতার অনন্তদেবের শয্যায় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বিরাজ করেন। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির যদুবংশকে ক্ষীর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শয্যা অনন্তদেবকে শ্রীবলরামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি দ্বারকা নগরীর অধিবাসীদের বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।
- এই সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসীদের বলা হয় মহাপৌরুষিক, অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত।

১.১৪.৩৭ – দ্বারকার মহিষীগণের মহিমা –

সত্যভামা প্রমুখ দ্বারকার মহিষীগণ ভগবানের চরণ-সেবারূপ মুখ্য কর্ম সম্পাদন করে ভগবানকে দেবতাদের পরাভূত করতে প্ররোচিত করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মহিষীরা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগযোগ্য (পারিজাত পুষ্প) উপভোগ করেন।

১.১৪.৩৮ –শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবে যদুবীরদের নির্ভীক বিচরণ–

যদুবীরগণ পরমেশ্বর ভগবানের বাহুবলের প্রভাবে প্রতিপালিত হয়ে সর্বতোভাবে ভয়হীন হয়ে থাকেন, আর তাই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের যোগ্য এবং বলপূর্বক অধিকৃত সুধর্মা নামে সভাগৃহটিতে তাঁরা তাঁদের চরণ দ্বারা পদদলিত করে বিচরণ করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

ভয় –

- ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহশীল হওয়ার ফলে, পক্ষপাতপায়ণ।
- অন্যভাবে বলতে গেলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর সেবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুগুলিই সংগ্রহ করে এনে দেন। যাদবেরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডের সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুযোগ-সুবিধাগুলির আয়োজন করেছিলেন।
- ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলেই বদ্ধ জীবেরা ভয়াক্রান্ত হয়। কিন্তু মুক্তাত্মা জীবসত্তা কখনই ভীত হন না, ঠিক যেমন পিতার উপর নির্ভরশীল শিশু-সন্তান কাউকে ভয় করে না।
- ভয় হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে নিত্যকালের সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলে নিদ্রাচ্ছন্ন জীবের একপ্রকার মোহ।
- কৃত অবস্থার কথা বিস্মরণই ভয়ের কারণ – স্বপ্নে বাঘ দেখে মানুষ ভয় পেতে পারে, কিন্তু তার পাশেই যে মানুষটি জেগে রয়েছে, সে

কোন বাঘ দেখতে পায় না। নিদ্রিত এবং জাগ্রত, উভয় ব্যক্তির কাছেই বাঘ একটি অলীক বস্তু, কারণ বাস্তবিকই সেখানে কোন বাঘ নেই; কিন্তু যে মানুষ তার জাগ্রত অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়েছে, সে-ই ভয়াক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে যে মানুষ তার প্রকৃত অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়নি, তার মনে ভয়ের লেশমাত্র থাকে না।

(৩৯-৪৩) – অর্জুনের কুশল সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা – (বিমর্ষতার কারণ)

৩৯	১.	তোমার নিজের সমস্ত কুশল ত ? তোমার শারীরিক দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।
	২.	তুমি দীর্ঘকাল দ্বারকায় ছিলে বলে কি তাঁরা তোমায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন বা তোমার যথোচিত সম্মান রক্ষা করেননি ?
৪০	৩.	কেউ কি তোমাকে অপ্রীতিকর অশুভ কথা বলেছে।
	৪.	যে কিছু প্রার্থনা করেছে, তাঁকে দাক্ষিণ্য দেখাতে পারনি, কিংবা কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি কি তা পূর্ণ করতে পারনি ?
৪১	৫.	আজ কি কোন শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গাভী, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রীলোক কিংবা অন্য কোন প্রাণীকে আশ্রয়দানে অক্ষম হয়েছ ?
৪২	৬.	তুমি কি কোন অগম্য স্ত্রীতে গমন করেছ ?
	৭.	কিংবা, কোন গম্য স্ত্রীলোকের প্রতি যথাযথ আচরণ করনি ?
	৮.	অথবা পথে তোমার সমকক্ষ বা তোমার থেকে অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়েছ ?
৪৩	৯.	তোমার সাথে একত্রে ভোজন করবার যোগ্য বৃদ্ধ বা বালকদের তুমি কি যত্ন নাওনি ? তাদের বাদ দিয়ে তুমি কি একাই ভোজন করেছ ?
	১০.	ক্ষমার অযোগ্য কোনও গর্হিত কর্ম কি তুমি করেছ ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ৪০)

✍ ক্ষত্রিয় বা ধনী ব্যক্তির কাছে দান ভিক্ষা করা হলে, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে স্থান, কাল এবং পাত্র বিচার করে দান করা। তাঁরা যদি তা করতে সক্ষম না হন, তা হলে তাদের সেই বিচ্যুতির জন্য বিশেষ দুঃখিত হওয়া উচিত। তেমনই, কাউকে দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কর্তব্য।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ৪২)

✍ স্ত্রী-পুরুষের মিলন স্বাভাবিক, কিন্তু তা শাস্ত্র-বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্তব্য, যাতে সমাজ ব্যবস্থার পবিত্রতা নষ্ট না হয়, অথবা অবাঞ্ছিত অপদার্থ জনসংখ্যা বর্ধিত হয়ে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট না করে।

🕮 ১.১৪.৪৪ – অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

অথবা, তোমার অতি প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তুমি কি শুন্যতা বোধ করছ ? হে অর্জুন ভাই, এ ছাড়া তোমার এই রকম অশান্তির আর কোনও কারণই আমি ভাবতে পারছি না।

✿ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক –“ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানের আশঙ্কা”